ছাত্রদলের কোন্দল চরমে, নেতারা ব্যস্ত আখের গোছাতে

ছাত্রলীগের বিরোধ তুঙ্গে॥ ভেঙ্গে পড়েছে চেন অব কমান্ড, সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় সম্মেলন

মোশতাক আহমেদ ॥ ক্ষমতাসীন জোট সরকারের ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন চরম আকার ধারণ করেছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে বেপরোয়া হয়ে পড়েছে ছাত্রদল। নিজ দলের নেতাকর্মীকে হত্যা থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, ডাকাতিসহ হেন কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নেই যা এখন ছাত্রদলে হচ্ছে না। দেশব্যাপী কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকারের শেষ সময়ে এসে কেন্দ্র থেকে জেলা কমিটির অধিকাংশ নেতাই এখন নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। তারা প্রকাশ্যেই চাঁদাবাজি, ঠিকাদারিসহ নানা ব্যবসাবাণিজ্য করছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলা কমিটির মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে এক বছর আগে। এসব কারণে সংগঠনে এক ধরনের স্থবিরতা নেমে এসেছে। অধিকাংশ জেলাতে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচী পালিত হয় না। উপরন্তু ভাগবাঁটোয়ারা আর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল নিজেরাই এখন সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যার সর্বশেষ বলি সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল (সহ-সম্পাদক) নেতা রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী লিটন। আর একটি মাত্র পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বের হওয়ার আগে বৃহস্পতিবার একই দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে নির্মমভাবে মারা যান তিনি। লিটন হত্যার মাধ্যমে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পনেরো বছরের ইতিহাসে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা করল ছাত্রদল। ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু জানান, এই ঘটনায় দুই ছাত্রদল নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া ঘটনা তদন্তে ছাত্রদল সহসভাপতি মোস্তফা খান সফরীকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাতদিন পর কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে রাতে দফতর সম্পাদক ওমর ফারুক সাফিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে ছাত্রদল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গাফফার শুভুকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ছাত্রদলের একাধিক সূত্র জানায়, সারাদেশেই এখন ছাত্রদল নিয়ন্ত্রণহীন। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলোতে এখন চরম খারাপ অবস্থা। কমিটিকে সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। কয়েকদিন আগে এফএইচ হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে সাত নেতাকর্মী আহত হয়। শুধু তাই নয় গত দুই বছরে ক্যাম্পাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা না গেলেও এই ঘটনার মধ্য দিয়ে হলগুলোতে অস্ত্রের আগমন শুরু হয়েছে। কেবল এফএইচ হলেই দু'টি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ নয়, উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো এখন ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শীর্ষ নেতাদের কাছে রয়েছে! কয়েকদিনের মধ্যে বাকি হল ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার কথা রয়েছে। এ নিয়ে এখন অভ্যন্তরীণ কোন্দল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বলেছেন, কমিটিতে যোগ্য নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে বিশেষ অঞ্চলের, বিশেষ গ্রুপের পকেট কমিটি করা হলে তা কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে না।

সারাদেশে জেলা কমিটির মেয়াদ এক বছর আগে শেষ হলেও কমিটি গঠনের কোন উদ্যোগ নেই। জেলার অধিকাংশ নেতা ঠিকাদারি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। এতে করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নেমে এসেছে স্থবিরতা। অধিকাংশ জেলাতে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচী পালন করা হয় না। গাজীপুরের সভাপতি ডিশ ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। কুষ্টিয়া জেলার সভাপতি এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছেন। সারাদেশের চিত্র প্রায় একই।

গ্রুপিংয়ের কারণে অধিকাংশ জেলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম উত্তর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল জেলা, ঝালকাঠিসহ বিভিন্ন ইউনিটে এখন কোন্দল চরমে। নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা নয়, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়েই মূলত এসব কোন্দল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল তিনটি গ্রুপে বিভক্ত। একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি পারভেজ মল্লিক। অপর গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান অভি। তৃতীয় গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছে সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মামুনের অনুসারী আশিস ও বুলবুল। হল পর্যায়ের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে যে কোন সময় এই তিনটি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে। ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জানুয়ারি মাসে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আট নেতাকর্মী আহত হয়। সেখানে গ্রুপিং স্পষ্ট। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা লিটন ছাড়াও শুধু সিলেটে গত চৌদ্দ বছরে বারো ছাত্রদল নেতা খুন হয়েছে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে। মে মাসেও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে চার ক্যাডার গ্রেফতার হয়। সেখানে এপ্রিল মাসে পুলিশের কাছ থেকে মেটাল ডিটেক্টর ছিনতাইকালে দুই ছাত্রদল ক্যাডার গ্রেফতার হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে বছরখানেক আগে খোকন নামে এক ছাত্রদল নেতাকে হত্যা করে একই দলের ক্যাডাররা।

সারাদেশেই ছাত্রদল বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। বরিশালে ছাত্রদল ক্যাডারদের দাপটে সাধারণ মানুষ তটস্থ। শহর ও শহরতলিতে প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রদল নামধারী ক্যাডার। কিশোরগঞ্জে কয়েকদিন আগে আদালতের এজলাসে ছাত্রদল নামধারী ক্যাডাররা তাণ্ডব চালিয়েছে। প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়। মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে ৭০ লাখ টাকার কৃষি ঋণ ছিনতাইয়ের ঘটনায় চার ক্যাডারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঢাকা কলেজের ছাত্রদল নেতা রুহুল বাহিনীর ১২ লাখ টাকা ছিনতাই এবং ছাত্রদলের দুই ক্যাডারের গ্রেফতারের ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। এই কলেজের বর্তমান কমিটির অধিকাংশ নেতাকর্মী ছিনতাই, মাদক ব্যবসা থেকে শুরু করে নানা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। অভ্যন্তরীণ কোন্দলও চরমে। একে-৪৭ রাইফেলসহ গ্রেফতার অতঃপর ক্রসফায়ারের শিকার তপুও ছাত্রদল ক্যাডার। অবশ্য ছাত্রদল বলেছে, তপু তাদের দলের কেউ নয়। রাজধানীর ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজে ছাত্রদল ক্যাডারদের চাঁদাবাজি, ছিনতাই, টেন্ডারবাজিসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখন ওপেন সিক্রেট। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ক্যাডার তানজিল ডাকাতি ও দুই পুলিশকে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে আসে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে রুহুল ও তানজিলকে পুলিশ আজও গ্রেফতার করতে পারেনি!

ছাত্রদলের রাজনীতিতে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড নতুন কোন ঘটনা না হলেও বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক তারেক রহমান দায়িত্ব নেয়ার পর ছাত্রদলের রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন আসে। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে ছাত্রদল একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটাচ্ছে। সংগঠনের এই অবস্থা নিয়ে খোদ ছাত্রদলের অনেক নেতা বলেছেন, এসব ঘটনা সাংগঠনিক দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁরা তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অবশ্য ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারা বলেছেন, বিচ্ছিন্ন এসব ঘটনা দিয়ে পুরো ছাত্রদলকে বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

এদিকে নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। ভেঙ্গে পড়েছে সংগঠনের চেন অব কমান্ড। কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদও শেষ হয়েছে অনেক আগে। ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যক্রম স্থগিত দীর্ঘদিন ধরে। অনেক জায়গায় অভ্যন্তরীণ বিরোধ সংঘর্ষে রূপ নিচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে নতুন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে। বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তনয় সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

২০০২ সালের ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সম্মেলনে লিয়াকত শিকদার সভাপতি এবং নজরুল ইসলাম বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। গঠনতন্ত্রে কমিটির মেয়াদ এক বছরের কথা থাকলেও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী তা দুই বছর করার ঘোষণা দেন। বর্তমান কমিটির মেয়াদ দুই বছর অতিক্রম করে গেছে অনেক আগে। অনেকের মতে, এই কমিটি কার্যকর ও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও "যত গর্জে তত বর্ষে না" প্রবাদের মতো তাঁরা রয়ে গেছেন আলোচনার মধ্যে। টিভি-ক্যামেরা নির্ভরশীল নেতাদের কার্যক্রম নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে সংগঠনের মধ্যে। অভ্যন্তরীণ বিরোধে গত ১৪ মে সংগঠিত সহিংস ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। শেখ হাসিনা নিজে নেতাদের ডেকে বিষয়টি ফয়সালা করার নির্দেশ দিলেও আজ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। কার্যক্রম স্থগিত থাকার কারণে এই ইউনিটের নেতাকর্মীরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। এ কারণে ঝিমিয়ে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলন। অনেকের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় নেতারা ইচ্ছা করেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার অবশ্য বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বিষয়টি মূল দলের হাইকমান্ডে বিবেচনাধীন।

শুধু তাই নয়, ঢাকা মহানগর, ঢাকা কলেজসহ বিভিন্ন কলেজ, দেশের অনেক জেলা ও থানা কমিটির অবস্থাও ভাল নয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে প্রায়ই সহিংসতা লেগে থাকে। অধিকাংশ জায়গায় সংগঠনের 'চেন অব কমান্ড' ভেঙ্গে পড়েছে। অনেক জেলা ও থানায় কমিটি নেই বছরের পর বছর ধরে। দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা সংগঠনের চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত বলে অভিযোগ করছেন সাধারণ কর্মীরা। হরতালসহ আন্দোলনের কর্মসূচীগুলোতেই ছাত্রলীগের কার্যক্রম প্রত্যাশিত নয়। এইসব সমস্যার কারণেই দ্রুত নতুন কমিটি গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে নেতারা শেখ হাসিনার সঙ্গেও কথা বলেছেন। সংগঠনের সভাপতি লিয়াকত শিকদার জনকণ্ঠকে বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব আমরা সম্মেলন করতে চাই। কয়েকটি জেলার সম্মেলন বাকি রয়েছে। এগুলো শেষ করার পর সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা যখন সময় দেবেন তখনই সম্মেলন হবে।

কমিটি গঠনের গুঞ্জনে সংগঠনের মধ্যে শুরু হয়েছে গ্রুপিং লবিং। চলছে কাদা ছোড়াছুড়ি। একজন আরেক জনের নামে নানা কুৎসা রটাচ্ছেন। নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অভ্যন্তরীণ কোন্দল। সাবেক নেতারাও নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। পদের লোভে বসন্তের কোকিলের মতো নিষ্ক্রিয় নেতাকর্মীরা মাঠে নেমেছেন হাতছাক দিয়ে। নতুন নেতৃত্বের হিসাব নিকাশ চলছে দলীয় ফোরামে।

কোন কোন নেতা নিজেই সংগঠনে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নেতাদের নামের তালিকা তৈরি করে শেখ হাসিনার এক ব্যক্তিগত কর্মকর্তার কাছে জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এ নিয়ে সংগঠনের মধ্যে চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যেও আওয়ামী লীগ নেতারা চান, কোন বিশেষ অঞ্চল বা নেতার আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তির পরিবর্তে যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিতে। কারণ রাজনৈতিক সঙ্কটের এই সময় ছাত্রলীগকে চাঙ্গা করার কোন বিকল্প নেই। শুধু নেতা-নেত্রীদের দেখানো কাজ নয়, সংগঠনের জন্য যাদের সত্যিকারের ত্যাগ-তিতিক্ষা রয়েছে এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ বেশি এমন নেতাদের দায়িত্ব দিলেও কেবল তা সম্ভব।

দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 17 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...